অফশোর ব্যাংকিং আইন , ২০২৪

অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সমসাময়িক আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থার গতিবিধির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কিত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

অধ্যায় ১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন। -(১) এই অধ্যাদেশ অফশোর ব্যাংকিং আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা। - বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে-

(ক) "অনিবাসী" অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২(৪) অনুযায়ী নিবাসী নহেন;

(খ) "অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক যেই সকল বৈদেশিক মুদ্রাকে Bangladesh Bank Order, 1972 (PRESIDENT'S ORDER NO.127 of 1972) এর Article 18-এর আওতায় অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে ঘোষণা করিয়া থাকে সেই সকল মুদ্রা;

(গ) "অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিট" অর্থ ব্যাংকের ব্যবসায়িক ইউনিট যাহা অফশোর ব্যাংকিং ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(ঘ) "অফশোর ব্যাংকিং" অর্থ বহিঃউৎস এবং অনুমোদিত বিশেষায়িত অঞ্চলে পরিচালিত শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত উৎস হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় প্রাপ্ত তহবিল দ্বারা এই আইনে বর্ণিত শর্তাধীনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী অনিবাসী বা ক্ষেত্রমতে, নিবাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত পরিচালিত ব্যাংকিং কার্যক্রম;

(ঙ) "অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় ইস্যুকৃত লাইসেন্সের অধীনে বিশেষ শর্তাধীনে পরিচালিত কোনো ব্যাংকের একটি নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক ইউনিট, শাখা, বুথ বা ডেস্ক;

(চ) "অর্থনৈতিক অঞ্চল" অর্থ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ৫ এর অধীনে ঘোষিত অর্থনৈতিক অঞ্চল;

(ছ) "আইনগত ব্যক্তি" অর্থ আইন দ্বারা গঠিত কোনো আইনগত স্বত্ত্বা (স্বাভাবিক ব্যক্তি ব্যতিরেকে) যাহার নির্দিষ্ট পরিচিতি, দায়িত্ব এবং অধিকার রহিয়াছে।

(জ) "এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (ইপিজেড)" অর্থ সরকার কর্তৃক Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 (ACT NO, XXXVI OF 1980) এর Section 10 এর অধীনে নির্ধারিত অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহ;

(ঝ) "তফসিলি ব্যাংক" সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যে অর্থে Bangladesh Bank Order (PRESIDENT'S ORDER NO.127 of 1972) এর Article 2(j) তে "Schedule Bank" কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে;

(ঞ) "প্রাইভেট এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (পিইপিজেড)" অর্থ বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ১১ এর অধীন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত অঞ্চল বা অঞ্চলসমূহ;

(ট) "বহিঃলেনদেন" অর্থ অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রায় সম্পাদিত লেনদেন;

(ঠ) "বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (ACT NO. VII OF 1947) এর Section 2(d) অনুসারে সংজ্ঞায়িত বৈদেশিক মুদ্রা;

(ড) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (PRESIDENT'S ORDER NO.127 of 1972) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(ঢ) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ণ)-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত কোনো ব্যাংক-কোম্পানী;

(ণ) "বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তি" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (ACT NO. VII OF 1947) এ সংজ্ঞায়িত নিবাসী ব্যক্তি;

(ত) "ব্যক্তি" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (ACT NO. VII OF 1947) এ সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(থ) "হাই-টেক পার্ক" অর্থ সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন) এর ২(৬) ধারা অনুসারে বাংলাদেশে আইটি খাতের উন্নতিকল্পে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ধারিত অঞ্চল;

(দ) "সহায়তাকারী" অর্থ রেমিট্যান্স প্রেরণকারীর পক্ষে ও তাহার নির্দেশনা অনুযায়ী এই আইনের আওতায় অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ও অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে হিসাব পরিচালনাকারী।

অধ্যায় ২
অফশোর ব্যাংকিং লাইসেন্স

৩। অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসায় বাধা-নিষেধ।- বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত হইবে না।

৪। লাইসেন্সের জন্য আবেদন দাখিল।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত হইবার লক্ষ্যে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর লাইসেন্সের জন্য আগ্রহী ব্যাংক আবেদন করিবে;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক লাইসেন্স ইস্যুর পূর্বে আবেদনকারী ব্যাংকের নির্দিষ্ট কিংবা সামগ্রিক কার্যক্রম এবং অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা যাচাই করিবে;

(৩) প্রতিটি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট স্থাপনের জন্য ব্যাংক পৃথকভাবে লাইসেন্সের আবেদন করিবে;

(৪) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে কোনো স্থানে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট স্থাপন করা যাইবে;

(৫) এই আইন কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যমান সকল অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম চলমান থাকিবে এবং এই আইনের অধীনে উহাদের পুনরায় কোনো আবেদন দাখিলের প্রয়োজন হইবে না। অনুমোদনপ্রাপ্ত বিদ্যমান সকল অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এই আইনের আওতায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(৬) অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী ব্যাংকের বাংলাদেশের বাহিরের কোনো ব্যাংক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং সম্পর্ক থাকিতে হইবে ।

৫। কার্যক্রম আরম্ভ ও অবহিতকরণ।- (১) লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ হইতে ৬(ছয়) মাস অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট উহার কার্যক্রম আরম্ভ করিবে, অন্যথায় উহার লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(২) সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উহার অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর কার্যক্রম আরম্ভ করিবার ৭(সাত) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করিবে।

৬। অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট শব্দ ব্যবহারের আবশ্যকতা এবং ব্যবহারে বিধিনিষেধ।- বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে "অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট" পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত কোনো ব্যাংক ব্যতিরেকে অন্য কোনো কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান উহার নামের অংশ হিসাবে এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করিবে না যাহাতে উহাকে "অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট" হিসাবে মনে করিবার অবকাশ থাকে।

৭। লাইসেন্স স্থগিত, বাতিল ইত্যাদি।-(১) এই ধারার অধীন কোনো অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটকে প্রদত্ত লাইসেন্স বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত কারণে স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে –

(ক) অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট উহার লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্ত বা এই অধ্যাদেশে বা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকিলে বা জনস্বার্থে বা উহার কৃত কোনো অপরাধ প্রমাণিত হইলে;

(খ) অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট কর্তৃক বা উহার কোনো কর্মকর্তা অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো ব্যক্তি দ্বারা দাখিলকৃত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট মিথ্যা প্রমাণিত হইলে; এবং

(গ) এই আইনের ধারা ১১ এর অধীন প্রদত্ত কোনো গ্যারান্টি বা প্রতিশ্রুতি পরিপালন না করিলে।

(২) এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে অবহিতকরণের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে; এবং

(৩) এই ধারার অধীন কোনো অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিলের সিদ্ধান্তের ফলে কোনো ব্যাংক সংক্ষুব্ধ হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত উহাকে অবহিত করিবার তারিখের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের নিকট তাহা পুনর্বিবেচনার আবেদন করিতে পারিবে।

৮। লাইসেন্স সমর্পণ ।-(১) এই ধারার শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি গ্রহণপূর্বক লাইসেন্সকৃত অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট স্বেচ্ছায় উহার লাইসেন্স সমর্পণ করিতে পারিবে;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, লাইসেন্সকৃত অফশোর ব্যাংকিং কাযর্ক্রম উহার সকল দায়ের বিপরীতে পর্যাপ্ত সংস্থান রাখিয়াছে, তবে বাংলাদেশ ব্যাংক উহার লাইসেন্স সমর্পণ অনুমোদন করিবে এবং অতঃপর একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করিয়া সমর্পণ কার্যকর করিবে;

(৩) বন্ধ হইয়া যাওয়া অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের দায়-দেনা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক নিষ্পত্তির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক উহাকে নির্দেশনা প্রদান করিবে; এবং

(৪) উপধারা (২) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক লাইসেন্স সমর্পণ অনুমোদন করিলে, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট উপধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২১(একুশ) দিন পূর্বে উহার লাইসেন্স সমর্পণের বিষয় বহুল প্রচারিত ন্যূনতম একটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করিবে। একইসঙ্গে উক্ত বিজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৯। লাইসেন্স স্থগিত, বাতিল বা সমর্পণ পরবর্তীতে কার্যক্রম বন্ধকরণ।- অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, ধারা ৭ এর অধীনে স্থগিত, বাতিল অথবা ধারা ৮ এর অধীনে সমর্পণ কার্যকর হইবার পর উক্ত অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের সকল কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ থাকিবে।

১০। লাইসেন্স বাতিল বা সমর্পণ পরবর্তীতে পুনঃআবেদন।- অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স ধারা ৯ এর অধীন বাতিল বা সমর্পণ কার্যকর হইবার ২(দুই) বছর পর ব্যাংক অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার লক্ষ্যে উক্ত অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট লাইসেন্সের জন্য পুনঃআবেদনের যোগ্য হইবে।

অধ্যায় ৩
অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম

১১। আমানত, ঋণ ও অগ্রিম বা বিনিয়োগ, ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা।- (১) ইপিজেড, পিইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাইটেক পার্কসমূহের শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে আমানত গ্রহণের পাশাপাশি অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট উহাদেরকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম বা বিনিয়োগ, ঋণপত্র ও

গ্যারান্টি সুবিধা প্রদান, বিল ডিসকাউন্টিং, বিল নেগোশিয়েটিং এবং অন্যান্য বৈদেশিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বহিঃলেনদেন সেবা প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত নির্দেশনা প্রযোজ্য হইবে;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত পদ্ধতি পরিপালন সাপেক্ষে ব্যাংক উহার অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসায় শতভাগ বিদেশি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড ঋণ ও অগ্রিম বা বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে;

(৩) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অনিবাসী ব্যক্তির অফশোর ব্যাংকিং অপারেশনের ক্ষেত্রে উপধারা (২) প্রযোজ্য হইবে। এতদ্ব্যতীত উহার নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৪) অনিবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশি ব্যক্তির নিকট হইতে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট শুধু আমানত গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৫) ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিবাসী বাংলাদেশীকে ব্যাংক উহার অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমে আমদানি এবং প্রত্যক্ষ (direct) ও প্রচ্ছন্ন (deemed) রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ইউজেন্স বা ডেফারড রপ্তানি বিল ডিসকাউন্ট বা ক্রয় করিবার সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে;

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশিত পদ্ধতি পরিপালন সাপেক্ষে ব্যাংক উহার অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিবাসী বাংলাদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানে মধ্যম বা দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ ও অগ্রিম বা বিনিয়োগ মঞ্জুর করিতে পারিবে; এবং

(৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নির্দেশনা জারির মাধ্যমে অন্য কোনো কার্যক্রম অফশোর ব্যাংকিং এর আওতাভুক্ত করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৪
আন্তর্জাতিক ব্যাংক হিসাব (International Banking Account)

১২। আন্তর্জাতিক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা।-(১) নিবাসী বাংলাদেশি ব্যক্তি এবং ইপিজেড, পিইপিজেড, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং হাইটেক পার্কসমূহ ও অন্যান্য অনুমোদিত বিশেষায়িত অঞ্চলে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কোনো অনিবাসীর পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্যাংক হিসাব শিরোনামে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবে। আন্তর্জাতিক ব্যাংক হিসাবধারী রেমিট্যান্স প্রেরণকারী অনিবাসীর সহায়তাকারী হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(২) অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট যে কোনো অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রায় এই হিসাব পরিচালনা করিতে পারিবে;

(৩) উপধারা (১) এর অধীন খোলা হিসাবে শুধু ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রাপ্ত অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সের অর্থ জমা হইবে;

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট উহার পরিচালিত হিসাবের বিপরীতে সুদ বা মুনাফা প্রদান করিবে; এবং

(৫) আমানত হিসাবের স্থিতি নিম্নরূপে ব্যবহার করা যাইবে-

(ক) প্রয়োজনীয় পরিশোধ ও বিনিয়োগের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে স্থানান্তর; এবং

(খ) সুদ বা মুনাফাসহ স্থিতি প্রয়োজন অনুযায়ী রেমিট্যান্স প্রেরণকারীর অনুকূলে বিদেশে প্রেরণ।

অধ্যায় ৫
কর ও শুল্ক হইতে অব্যাহতি

১৩। কর অব্যাহতি।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন-

(ক) অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসায় অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট কর্তৃক অর্জিত সুদ বা মুনাফার উপর আয়কর বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর আরোপ করা যাইবে না;

(খ) আমানতকারী বা বৈদেশিক ঋণদাতাগণকে প্রদেয় সুদ বা মুনাফার উপর আয়কর বা অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর আরোপ করা যাইবে না;

(গ) আমানতকারী বা বৈদেশিক ঋণদাতাগণের হিসাবের উপর কোনো প্রকার শুল্ক ও লেভি আরোপ করা যাইবে না।

অধ্যায় ৬
সীমাবদ্ধতা

১৪। কার্যাবলির সীমাবদ্ধতা।- (১) অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট নিম্নলিখিত কার্যক্রমে যুক্ত হইতে পারিবে না:

(ক) ধারা ১১ এবং ধারা ১২ এ নির্দেশিত লেনদেন ব্যতিরেকে অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফান্ডেড বা নন-ফান্ডেড ব্যাংকিং লেনদেনে জড়িত হওয়া;

(খ) অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর নামে আমানতকারী দ্বারা উত্তোলিত চেক, ড্রাফট, পে-অর্ডার বা অন্য কোনো দলিলের বিপরীতে চাহিদার ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য আমানত বা ঋণ গ্রহণ; এবং

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সাধারণ বা বিশেষ অনুমোদন ব্যতিরেকে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিটে তহবিল স্থানান্তর।

(২) ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬গ তে সংজ্ঞায়িত 'ব্যাংক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি' কে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট হইতে ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসৃত হইবে।

অধ্যায় ৭
প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন

১৫। অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা।- (১) অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত গাইডলাইনস এর আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পর্ষদের অনুমোদিত নীতিমালা থাকিতে হইবে;

(২) আর্থিক এবং অন্যান্য কার্যক্রম যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের অফশোর কার্যক্রমের জন্য আলাদা হিসাবপত্র সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(৩) অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের এ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইনস প্রযোজ্য হইবে;

(৪) বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ অনুমোদনে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ইউনিট হইতে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটে তহবিল স্থানান্তর করা যাইবে।

(৫) বিশেষ কোনো ছাড় দেওয়া না হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত সকল ফান্ডেড ও নন-ফান্ডেড সীমা ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য হইবে; এবং

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত সকল ধরনের রিপোর্টিং ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং ব্যবসায়ের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায় ৮
হিসাব নিরীক্ষা ও পরিদর্শন

১৬। নথিপত্র ও হিসাব নিরীক্ষা।- অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট উহার কার্যক্রম সংক্রান্ত নথিপত্র এইরূপে সংরক্ষণ করিবে যাহাতে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উহার সকল নথিপত্র এবং হিসাব বহি সহজে নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করা যাইবে।

১৭। নিরীক্ষক নিয়োগ।- (১) ব্যাংকের নিয়োজিত নিরীক্ষক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর-ও নথিপত্র এবং হিসাব নিরীক্ষা করিবে;

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত সময়ের মধ্যে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট উহার আর্থিক বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিবে; এবং

(৩) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি ব্যাংক কর্তৃক নিয়োজিত নিরীক্ষকের প্রদত্ত বার্ষিক বিবরণীকে অগ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের খরচে অপর একজন নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৮। তথ্য ও দলিল দাখিল।- অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট উহার কার্যক্রমের সকল বা নির্দিষ্ট তথ্য ও দলিল বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্দেশিত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করিবে।

১৯। পরিদর্শন।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নিয়মিতভাবে এবং বিশেষভাবে উহার এক বা একাধিক কর্মকর্তা দ্বারা অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর নথি, লেনদেন, দলিলপত্র, হিসাব বহি, উহার ব্যবসায় কেন্দ্র ও সম্পদ যেখানেই রাখা হউক না কেন তাহা, পরিদর্শন বা পরীক্ষাকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে; এবং

(২) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক এই ধারার অধীন কোনো অফশোর ব্যাংক ইউনিট পরিদর্শনকালে পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য, তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন বা উহার অংশবিশেষ বা কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা উহার আমানতকারীর আমানত সংক্রান্ত তথ্য, কোনো আদালত বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত না হইলে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

অধ্যায় ৯
জরিমানা

২০। আর্থিক বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলে ব্যর্থতা।- কোনো অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ধারা ১৭(২) এর বিধান পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ইউনিটকে অনধিক ২(দুই) হাজার মার্কিন ডলার অথবা সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা জরিমানা করিতে পারিবে এবং যদি উক্ত লংঘন অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে উক্ত লংঘনের প্রথম দিনের পর পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ১০০ (একশত) মার্কিন ডলার অথবা সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

২১। মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান।-অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর কোনো পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারি জ্ঞাতসারে কোনো মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহার বা তাহাদেরকে অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার অথবা সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

২২। তথ্য প্রদানে অবহেলা বা বিলম্ব।- অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর পরিচালক, কর্মকর্তা, কর্মচারি অথবা সহায়তাকারী এই ধারার অধীন প্রয়োজনীয় নথি, হিসাব, দলিল, সম্পদ বা তথ্য-

(ক) প্রস্তুত করিতে অস্বীকার করিলে বা ব্যর্থ হইলে বা অবহেলা করিলে বা বাধা প্রদান করিলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করিলে; বা

(খ) ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল, মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকরভাবে উপস্থাপন করিলে-

বাংলাদেশ ব্যাংক তাহার বা তাহাদের উপর অনধিক ২,০০০ (দুই হাজার) মার্কিন ডলার অথবা সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

২৩। আইনের অন্যান্য বিধান, তদধীন আদেশ ও বিধি লংঘন।- যদি কোনো ব্যক্তি, ধারা ২০, ২১ ও ২২ ব্যতিরেকে, এই আইনের অন্য কোনো বিধান লংঘন করেন, বা তদধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ বা আরোপিত কোনো শর্ত বা প্রণীত কোনো বিধি লংঘন করেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত লংঘনের জন্য তাহার উপর অনধিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) মার্কিন ডলার অথবা সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং যদি উক্ত লংঘন অব্যাহত থাকে তাহা হইলে উক্ত লংঘনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ১০০ (একশত) মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বাংলাদেশি টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

অধ্যায় ১০
বিধি প্রণয়ন ও নির্দেশ দানের ক্ষমতা

২৪। বিধি প্রণয়ন ও নির্দেশ দান।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান, সার্কুলার জারি, নীতিমালা অথবা প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে; এবং

(গ) জনস্বার্থে বা অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট এর আমানতকারীর স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় নির্দেশ জারি করিতে পারিবে।

অধ্যায় ১১
রহিতকরণ ও হেফাজত

২৫। অফশোর ব্যাংকিং সংক্রান্ত সার্কুলার রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতঃপূর্বে জারিকৃত অফশোর ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্কুলার ও সার্কুলার পত্র এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত সার্কুলার ও সার্কুলার পত্রের অধীন সবকিছু বা তদধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গৃহীত সকল ব্যবস্থা এই আইনের অধীন এমনভাবে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যেন উহা কৃত বা গৃহীত হইবার তারিখে এই আইন বলবৎ ছিল।

অধ্যায় ১২
বিবিধ

২৬। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ ।- (১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।